নেড়া—সকলকে জিজ্ঞেস করে! কেউ বলে—সে এখানে নয়, উত্তর মাঠে উঁচু গাছের মাথায়! তার মা বকে—এই দুপুরবেলা কোথায় ঘুরে বেড়াস। অপু ঘরে ঢুকে শোবার ভান করে ও বইখানা খুলে সেই জায়গাটা আবার পড়ে দেখে। আশ্চর্য! এত সহজে উড়বার উপায়টা কেউ জানে না? হয়তো এই বইখানা আর কারও বাড়ি নেই, শুধু তার বাবারই আছে, হয়তো এই জায়গাটা আর কেউ পড়ে দেখেনি, শুধু তারই চোখে পড়েছে এতদিনে।

পারদের জন্য ভাবনা নেই— পারদ মানে পারা সে জানে। আয়নার পিছনে পারা মাখানো থাকে, একখানা ভাঙা আয়না বাড়িতে আছে, সেটা সে জোগাড় করতে পারবে এখন। কিন্তু শকুনির ডিম এখন সে কোথায় কী করে পায়?

সন্ধান অবশেষে মিলল। হীরু নাপিতের কাঁঠাল-তলায় রাখালরা গরু বেঁধে গৃহস্থের বাড়িতে তেল-তামাক আনতে যায়। অপু গিয়ে তাদের পাড়ার রাখালকে বলল— তোরা কত মাঠে-মাঠে বেড়াস, শকুনির বাসা দেখতে পাস? আমায় যদি একটা শকুনির ডিম এনে দিস, আমি দুটো পয়সা দেবো।

দিন চারেক পরেই রাখাল তাদের বাড়ির সামনে এসে তাকে ডেকে কোমরের থলি থেকে দুটো কালো রঙের ছোটো-ছোটো ডিম বের করে বলল—এই দ্যাখো ঠাকুর, এনেচি। অপু তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে বলল—দেখি! পরে আহ্লাদের সঙ্গে নেড়েচেড়ে বলল—শকুনির ডিম!—ঠিক তো? রাখাল সে সম্বন্ধে ভুরি-ভুরি প্রমাণ উত্থাপন করল। এটা শকুনির ডিম কিনা এ-সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ নেই। সে নিজের জীবন বিপন্ন করে কোথাকার কোন উঁচু গাছের মগডাল থেকে এটা সংগ্রহ করে এনেছে, কিন্তু দুটি দু'আনার কমে দেবে না।

পারিশ্রমিক শুনে অপু অন্ধকার দেখল। বলল—দুটো পয়সা দেব, আর আমার কড়িগুলো নিবি? সব দিয়ে দেবো, একটা টিনের কৌটো ভর্তি সব।

রাখাল নগদ পয়সা ছাড়া বাড়ি ... পয়সায় দাঁড়াল।

দেবো।

দিন চারেক পরেই রাখাল তাদের বাড়ির সামনে এসে তাকে ডেকে কোমরের থলি থেকে দুটো কালো রঙের ছোটো-ছোটো ডিম বের করে বলল—এই দ্যাখো ঠাকুর, এনেচি। অপু তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে বলল—দেখি! পরে আহ্লাদের সঙ্গে নেড়েচেড়ে বলল—শকুনির ডিম!—ঠিক তো? রাখাল সে সম্বন্ধে ভুরি-ভুরি প্রমাণ উত্থাপন করল। এটা শকুনির ডিম কিনা এ-সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ নেই, সে নিজের জীবন বিপন্ন করে কোথাকার কোন উঁচু গাছের মগডাল থেকে এটা সংগ্রহ করে এনেছে, কিন্তু দুটি দু'আনার কমে দেবে না।

পারিশ্রমিক শুনে অপু অন্ধকার দেখল। বলল—দুটো পয়সা দেব, আর আমার কড়িগুলো নিবি? সব দিয়ে দেবো, একটা টিনের কৌটো ভর্তি সব।

রাখাল নগদ পয়সা ছাড়া রাজি হয় না। অনেক দরদস্তুরের পর এসে চার পয়সায় দাঁড়াল। অপু দিদির কাছে চেয়ে-চিন্তে আর দুটি পয়সা জোগাড় করে দাম চুকিয়ে ডিম দুটি নিল।

ডিমটা হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাণটা যেন ফুঁ-দেওয়া রবারের বেলুনের মতো হালকা হয়ে ফুলে উঠল। তারপর যেন একটু সন্দেহের ছায়া তার মনে এসে পৌঁছল। সন্ধ্যার আগে একা-একা নেড়াদের আমগাছের কাটা গুঁড়ির উপর বসে সে ভাবতে লাগল—সত্যি সত্যি ওড়া যাবে ত! আচ্ছা সে উড়ে কোথায় যাবে? মামার বাড়ির দেশে? বাবা যেখানে আছে, সেখানে?